গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সংস্কার অনুবিভাগ
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪. ১৭ তারিখঃ ০৮ মাঘ ১৪২১ / ২১ জানুয়ারি ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) সম্পাদন।

সরকারি কর্মকর্তা -কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System-GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement -APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

৩। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocatoin of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for Annual Performance Agreement) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার (Annual Performance Agreement Management System-APAMS) প্রস্তুত করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুলিপি এই সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। উপর্যুক্ত নীতিমালা অনুসরণে এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক আগামী ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হল।

২১/০১/২০১৫
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১২. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৮. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২০. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২১. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৭. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেল ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৫. সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা৷
৫১. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
৫২. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ মাঘ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০৩২.০২৩.০৬১.০০১.২০১১.৮৬—নির্দেশক্রমে জাতীয় সমবায় পুরস্কার নীতিমালা, ২০১১' এর এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার নীতিমালা, ২০১১

ভূমিকা ঃ

সমবায় পদ্ধতির অনুশীলন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও উদ্যোগকে একত্রিত করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করে। এ ধরনের উদ্যোগের অংশীদার হয়ে সদস্যদের আনুপাতিক সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি পায় যা তাদের অধিকতর জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আদর্শ, মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক অনুশীলনের কারণে সমবায় সুশাসনের প্রতীক। আর সমাজ ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা আমাদের সরকারী অঙ্গিকার। সমবায়ের এরূপ উৎকর্ষতা বিবেচনায় রেখে আমাদের পবিত্র সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সমবায়ের বিস্তারে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলমান সমবায় কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত, গতিশীল ও উৎসাহিত করার জন্য সরকার সমবায়ের মাধ্যমে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ "জাতীয় সমবায় পুরস্কার" প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২. উদ্দেশ্য

সমবায় অঙ্গনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সমবায়ী এবং সমবায় সমিতিকে স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হবে। সমবায় আদর্শ ও দর্শনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও সমবায় সমিতিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও সমবায়ীদের মধ্যে ভাল কাজ করার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে আগ্রহ উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করাই মূলত জাতীয় সমবায় পুরস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

৩. সমিতির শ্রেণী বিন্যাস

নীতিমালার উদ্দেশ্যের আলোকে সার্বিক কর্মকান্ড বিবেচনায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর ১০টি জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হবে। কোন সমবায় সমিতি বা কোন সমবায়ী এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। জাতীয় সমবায় পুরস্কার নিন্মোক্ত ১০টি ক্ষেত্রের মধ্য থেকে প্রদান করা হবে:

(১) কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন।
(২) সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট।
(৩) দুগ্ধ সমবায়।
(৪) মহিলা সমবায়।
(৫) বহুমুখী সমবায়।
(৬) মৎস্য সমবায়।
(৭) মুক্তিযোদ্ধা সমবায়।
(৮) বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়।
(৯) যুব, বিশেষ শ্রেণী, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়।
(১০) কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়।

৪. পুরস্কারের ধরণ ও প্রকৃতি

১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ১০(দশ) গ্রাম ওজনের স্বর্ণ পদকসহ একটি সম্মাননাপত্র।

৫. জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

৫.১ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

৫.২ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

৫.৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

৫.৪ জাতীয় সমবায় দিবস কিংবা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৬. বাছাই পদ্ধতি

(১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন পর্যায়ের বাছাই কমিটির নিকট যথাসময়ে ছক প্রেরণ করবে।

(২) উপজেলা কমিটি উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ সমিতি/শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর নাম জেলা পর্যায়ের কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবে।

(৩) পুরস্কারের জন্য মনোনীত সমিতি/সমবায়ীর তথ্য উপজেলা কমিটি থেকে প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি স্ব-স্ব জেলা থেকে প্রত্যেক শ্রেণী হতে শ্রেষ্ঠ সমিতি/শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচন করে সুপারিশসহ বিভাগীয় কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবে।

(৪) বিভাগীয় কমিটি জেলা কমিটি থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ সমিতি/ সমবায়ীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করে নির্দিষ্ট ছকে জাতীয় নির্বাচনী কমিটিতে প্রেরণ করবে।

(৫) প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমিতি নির্বাচন করা হবে। মোট ১০০ নম্বরের বাছাই প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে ৬০ নম্বর না পেলে কোন সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা যাবে না।

(৬) বিভাগীয় কমিটি বিভাগীয় পর্যায়ে মনোনীত প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/সমিতির নাম প্রদত্ত ছক মোতাবেক পৃথক সীটে ৫ (পাঁচ) প্রস্থ জাতীয় কমিটির বিবেচনার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করবে। একই ছকে একাধিক সমবায়ী/সমিতির তথ্য কোনক্রমেই দেয়া যাবে না।

(৭) বিভাগীয় কমিটি হতে সমবায়ী/সমিতি মনোনয়ন প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/সমিতি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবে।

(৮) জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সমিতি/শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা যাবে না।

(৯) জাতীয় কমিটি বিশেষ বিবেচনায়, অধিকতর তথ্য ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত মনোনয়ন সংশোধনপূর্বক উপযুক্ত সমিতি বা সমবায়ীকে যে কোন ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করতে পারবে।

৭. বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন কমিটি গঠন

৭.১. জাতীয় কমিটিঃ

১.	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		সভাপতি
২.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	..	সহ-সভাপতি
৩.	নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	..	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	..	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	..	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	..	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)	..	সদস্য

৮.	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)	..	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)	..	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)	..	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)	..	সদস্য
১২.	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন		সদস্য
১৩.	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন		সদস্য
১৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ		সদস্য
১৫.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে মনোনীত জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত দু'জন বিশিষ্ট সমবায়ী (দুই বৎসরের জন্য)		সদস্য
১৬.	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		সদস্য-সচিব

৭.২. বিভাগীয় কমিটিঃ

১.	বিভাগীয় কমিশনার		সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসক (সকল) (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	..	সদস্য
৩.	পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	..	সদস্য
৪.	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তর	..	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর	..	সদস্য
৬.	পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় সদর)	..	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিভাগীয় সদর)	..	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	..	সদস্য
৯.	যুগ্ম-নিবন্ধক (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	..	সদস্য-সচিব

৭.৩. জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা ব্যতিত)ঃ

১. জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
৪. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬. উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য
৭. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
৮. সভাপতি, জেলা সমবায় ইউনিয়ন	-	সদস্য
৯. জেলা সমবায় অফিসার	-	সদস্য-সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৫/০৯/২০১১ তারিখে জারীকৃত (৬২৫ নং পরিপত্র) বিধান মোতাবেক গঠিত জেলা কমিটি কার্যকর হবে।

৭.৪. উপজেলা কমিটিঃ

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
২. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
৩. উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	- সদস্য
৪. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য
৫. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
৬. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
৮. সভাপতি, ইউ.সি.সি.এ.লিঃ	- সদস্য
৯. সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট সমবায়ী	- সদস্য
১০. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

৮. শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচনের শর্তাবলী

৮.১. অর্থনৈতিক অবস্থা/দৃশ্যমান অবদানঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ।

(খ) স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ।

(গ) শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ/অবস্থা/ এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম।

(ঘ) সরকার বা বিদেশী সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থা।

(ঙ) সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন, অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান।

৮.২. আইন-কানুন প্রতিপালন পরিস্থিতিঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন/অনুসরণ সংক্রান্ত বিষয়।

(খ) বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়।

(গ) নির্বাচন যথাসময়ে হয়েছে কিনা।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট সম্পাদনের অবস্থা।

(ঙ) কোন তদন্তের প্রয়োজন হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার ফলাফল।

৮.৩. উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ, প্রকৃতি ও সাধারণ মূল্যের অংশগ্রহণ।

(খ) সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম হলে সেবার ধরণ, প্রকৃতি এবং অবদান।

(গ) বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ, প্রকৃতি এবং লাভজনক কি না?

(ঘ) বিনিয়োজিত অর্থে নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত।

(ঙ) আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার/রপ্তানী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

৮.৪. কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান ঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(খ) সমিতির কর্মচারীদের জন্য অনুমোদিত চাকরি বিধি আছে কিনা।

(গ) কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগে স্বচ্ছতা।

(ঘ) কর্মসংস্থানের ধরণ ও প্রকৃতি (পদবী ও বেতনসহ)।

(ঙ) কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

৮.৫. অন্যান্য কর্মকান্ডঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজ।

(খ) সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল সংক্রান্ত কাজ।

(গ) কোন মামলা মোকদ্দমা আছে কিনা।

(ঘ) প্রচার ও প্রকাশনার পরিমাণ।

(ঙ) সামাজিক কার্যক্রমে অবদান।

৯. শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচনের শর্তাবলী

৯.১. সমিতির অর্থনৈতিক/দৃশ্যমান কর্মকান্ডে ভূমিকা/অবদানঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) সমিতির রেকর্ডপত্র ও হিসাব সংরক্ষণে দক্ষতা/অবদান।

(খ) সমিতির পুঁজিগঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা/অবদান।

(গ) ব্যক্তিগত শেয়ার ও আমানতের পরিমাণ।

(ঘ) ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের অবস্থা।

(ঙ) আর্থিক অব্যবস্থাপনা/অনিয়ম সম্পর্কিত।

৯.২. আইন-কানুন প্রতিপালনঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতা এবং আগ্রহ।

(খ) সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, উপ-বিধি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির আদেশ/নির্দেশ ইত্যাদি প্রতিপালন।

(গ) সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের অবস্থা (ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও সাধারণ সভা)।

(ঘ) সমবায় আদর্শ ও নীতি অনুসরণের অবস্থা।

(ঙ) সমবায় আইন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন।

৯.৩. উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) সমিতির সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যক্তিগত ভূমিকা/অবদান।

(খ) সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তার ভূমিকা।

(গ) সমবায়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবস্থা।

(ঘ) অন্যান্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা।

(ঙ) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমিতির সদস্য বৃদ্ধি।

৯.৪. কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান ঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) সমিতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা।

(খ) কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা সংরক্ষণ।

(গ) উৎপাদন বৃদ্ধিতে কর্মচারীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে ভূমিকা।

(ঘ) কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান।

(ঙ) সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানে সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান।

৯.৫. অন্যান্য কার্যক্রমঃ

মূল্যায়নের বিষয়ঃ

(ক) সমবায়ের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভূমিকা/অবদান।

(খ) সমাজসেবামূলক কাজে ভূমিকা/অবদান।

(গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ততার সময়কাল।

(ঘ) সমবায় আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা।

(ঙ) সমবায় সংক্রান্ত কোন মামলার বাদী/বিবাদী কিনা।

(১০) জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। ইতোপূর্বে এ বিভাগ থেকে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd